গুরুজন

শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত

বি৫০/332

TRAINING COLLEGE

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR.

গুঞ্জন

শ্রীদীপ্তি সেনগুপ্তা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৭

23.2.94
7887

মূল্য : পঁচিশ নয়া পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর কর্তৃক প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR
2148
5623
526/2337

ভূমিকা

শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সাহিত্য-কর্মশালা আয়োজিত ও পরিচালিত হইতেছে। কোন বিশেষ সাহিত্য-ব্রতীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন নির্বাচিত লেখক লইয়া সাহিত্য কর্মশালা সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে রচনাগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে।

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশুভারতী-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্মশালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও কিশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে। এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় বইগুলি লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙলার শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় এই বইগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মিগণ যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

নিখিলরঞ্জন রায়,
সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক,
শিক্ষা-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

কবিতা			পৃষ্ঠা
১। দেশের ডাক	...	...	১
২। ঋতু-সঙ্গীত	...	...	২
৩। গ্রীষ্ম	...	...	৪
৪। বর্ষা	...	...	৬
৫। শরৎ	...	...	৮
৬। হেমন্ত	...	...	৯
৭। শীত	...	...	১০
৮। বসন্ত	...	...	১১
৯। বলি শোন	...	...	১৩
১০। কাঠঠোক্‌রার গান	...	...	১৬
১১। চায়ের আসর	...	...	১৭
১২। ছুটির মজা	...	...	১৯
১৩। পুতুল-বিয়ে	...	...	২১
১৪। যাবই চ'লে	...	...	২৩
১৫। দুপুরে	...	...	২৫

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR.
5623

গুঞ্জন

দেশের ডাক

নতুন যুগের নতুন মানুষ
দেশ আমাদের ডাকে;
দেশটি মোদের ছোট মনে
স্বপন-ছবি আঁকে।

আমার এ দেশ, তোমার এ দেশ
দেশের মোরা সবাই;
দেশ যে আজি ডাকছে মোদের
আয়রে ছুটে যাই।

ঋতু-সঙ্গীত

নতুন কথা বলছি শোন
মোদের নতুন সুরে;
ছয়টি রূপে এই প্রকৃতি
বেড়ায় জগৎ জুড়ে।

কেউ বা পরি' গেরুয়া সাজ
কেউ বা নীলাম্বরী
নৃত্যে, গানে এই ধরাটি
আমরা মুখর করি।

ভালোবাসে পরতে বা কেউ
শাড়িটি আস্‌মানী
বাসন্তী সাজ সাজে বা কেউ
কারো সাজটি ধানী।

মুখটি কারো হাসিখুশি
কেউ বা টলোমলো,
কাজল কালো আঁখি দু'টি
কারো ছলোছলো।

আকাশ, বাতাস, জল ও মাটি
আমরা ভালোবাসি,
নিয়ম-মানা ছন্দ সুরে,
একের পরে আসি।

আম কাঁঠালের মধুর নেশা বড্ড ভালোবাসি

গ্রীষ্ম

ধূসর রঙের ঘোমটা প'রে
আজকে কে ভাই এলে?
গেরুয়া ঐ রঙবাহারে
দুঃখ বিপদ ঠেলে?

তৃষ্ণাকাতর মুখটি তোমার
এমন কেন কালো;
রূপের মায়া নেই তো তোমার
দেখতে তো নও ভালো।

সত্যি কথা বলছো তুমি
ছন্দ ছবির মিলে;
দেখতে আমায় পাবে নাকো
লাল, সবুজ আর নীলে।

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাসে
গ্রীষ্ম নামে আসি',
আম, কাঁঠালের মধুর নেশা
বড্ড ভালোবাসি।

বর্ষা

নীল শাড়িটির দুলিয়ে আঁচল,
চোখের তারায় কালো কাজল;
রুমঝুম ঝুম গানটি গেয়ে
এলাম তোমার কাছে;
চিনতে আমায় পার কিনা
কি নাম আমার আছে?

মাটির বুকে আমার ধারাজলে,
দিকে দিকে সোনার ফসল ফলে;
বিষ্টি-ভেজা দিনটি পেলে
খুশি হও তা জানি;
কেউ বা আমায় "বর্ষা" বলে
কেউ বা "বাদলরানী"।

বিষ্টি-ভেজা দিনটি পেলে খুশি হও তা জানি

শরৎ

নীল আকাশের সাদা ভেলায়
হাল্‌কা মেঘের রথে,
ছুটির খবর এলাম নিয়ে
স্বপন-রঙিন পথে।

হাওয়ায় নড়া কাশফুলে আজ
কিসের সাড়া মেলে?
কে তুমি ভাই বল না আজ
কেমন ক'রে এলে?

সবুজ ঘাসে টুপ টুপা টুপ
শিউলি যবে ঝরে,
'শরৎ' তখন নামবে আসি'
এই ধরণীর পরে।

হেমন্ত

আকাশপ্রদীপ নিয়ে হাতে
কে এলে ভাই আজকে রাতে
নতুন দিনের নতুন গানের সুরে
উছ্‌লে ওঠে আজকে ধরা
গোলাটি আজ ধানে ভরা
লক্ষ্মী বুঝি এলো মাটির পরে।

আবছা আলোর ঘোমটা দিয়ে
'হেমন্ত' এই নামটি নিয়ে
দূর্বাঘাসে শিশির যেথা ঝরে
কার্ত্তিকের ঐ ধানের ছায়ায়
অঘ্রানেরি সোনার মায়ায়
পূর্ণরূপে আসি ধরার পরে।

শীত

"পৌষ" আর "মাঘ" দুইটি মাসে
এলাম আমি ভাই,
বরফ-ঝরা হিমেল রাতে,
আমি যে গান গাই।

পাহাড়পুরে থাকি আমি
"শীত" আমারে বলে,
গাঁদাফুল আর মল্লিকাতে
হাসির ঝিলিক ঝলে।

পৌষ-পিঠে, নবান্নেরি
মধুর আমেজ সাথে,
মনটি মাতাই সকল শিশুর
হিম-ঝরা এই রাতে।

বসন্ত

ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া
নিয়ে সাথে আজ,
কে এলে গো বল তুমি
প'রে রাঙা সাজ?

সবুজে রঙিন শাড়ি
লাল জামা গায়,
রিমঝিম সুর বাজে
তব রাঙা পায়।

"বসন্ত" আমার নাম
লোকে তাই জানে,
ভ'রে তুলি এই ধরা
খুশিভরা গানে।

কোকিলের মিঠে সুর
পলাশের হাসি,
অশোক আর বকুলেরে
আমি ভালোবাসি।

আবীরের লাল রঙ
পূর্ণিমা রাতি,
বেলফুল, মল্লিকা
আমার যে সাথী।

চলছি আমি শেওলা সবুজ পাথরগুলি ঘেঁসে

বলি শোন

বল নারে ভাই ছোট্ট নদী
কি ভাই তোমার নাম?
ঝির ঝির ঝির যাচ্ছ কোথা
কোথায় তোমার ধাম?

কোথা থেকে জন্ম নিয়ে
এলে কেমন ক'রে?
কি দেখেছ আসার পথে
নয়ন দু'টি ভ'রে?

বলছি শোন! পাহাড় মাঝে
ছিলাম গভীর ঘুমে,
জাগিয়ে দিল পাহাড় মা যে
একটি ছোট চুমে।

চলছি আমি শেওলা সবুজ
পাথরগুলি ঘেঁষে
ঢেউয়ের নাচন ছন্দ তুলে
মনের সুখে হেসে।

দু'ধারে মোর কচি ঘাস আর
বুনো ফুলের মেলা,
গাঙশালিক আর গঙ্গাফড়িং
করছে সেথায় খেলা।

মাঠের মাঝে যাচ্ছে বয়ে
আমার জলের ধারা
পাল তুলে যায় নৌকাগুলো
বাধা বাঁধনহারা।

আম, কাঁঠালের সবুজ ঘন
নিঝুম গ্রামের পাশে,
জল খেতে ভাই দিনে ও রাতে
সিংহ হরিণ আসে।

দিনে দিনে হচ্ছি বড়
যাচ্ছি সাগর পানে
এই কথাটি বলছি আজি
আমার নাচে গানে।

মাঠের মাঝে যাচ্ছে ব'য়ে আমার জলের ধারা

কাঠঠোক্‌রার গান

ঠুক ঠুক, ঠুক ঠুক, ঠিক ঠুকা ঠুক,
এই সুরে গান গাই ভ'রে যায় বুক।
খুশিমনে গাই গান
ভ'রে ওঠে মন প্রাণ,
ঠুক ঠুক, ঠুক ঠুক, ঠুক ঠিকা ঠিক
রুপালী নদীটি দূরে করে চিকমিক।

চিপ চপ, চিপ চপ, চিপ চপ চপ
আকাশের বুক হ'তে ঝপ ঝপ ঝপ,
জল প'ড়ে ভিজে যায়
পাখিদের বাসা হায়
চিপ চপ, চিপ চপ, চিপ চিপা চুম
কাঠ চিরে বাসা গড়ি, ভেঙে যায় ঘুম।

চায়ের আসর

মুন্না, মিনু, মিঙ্কু, মিঠু
চারটে পুষির ছানা,
বলল—'যাব চা খেতে' মা
করিস নে গো মানা।

কাঠবেড়ালী ভাইটি মোদের
নদীর বালুর চরে,
করেছে আজ নেমন্তন্ন
চা খাবারই তরে।

চাঁদের আলো ঝল্‌মলিয়ে
উঠবে যখন রেতে;
মণ্ডা, মিঠাই খাব মাগো
অনেক মজায় মেতে।

ভদ্র হয়ে থাকব মোরা
বলছি তোরে আজ;
লাল জামাতে, নীল টুপিতে
সাজিয়ে দে মা সাজ।

ডান থাবাতে ধরব চামচ
পেয়ালা বাম হাতে,
"নমস্কার" যে বলব সবাই
হাত ঠেকিয়ে মাথে।

বলল পুষি "ভাল থেকো"
তাদের চুমু দিয়ে,
চার জনেতে চলল খেতে
হাতেতে হাত নিয়ে।

আসর মাঝে আড় চোখেতে
দেখল চেয়ে সবে,
দুধের সাথে মণ্ডা, মিঠাই
ইঁদুর ছানাও হবে।

মণ্ডা, মিঠাই দেবার সাথে
জিভেতে জল ঝরে
লাফ দিল সব "মিয়াও" ব'লে
ইঁদুরছানার ঘাড়ে।

চায়ের আসর এমনি ক'রেই
হ'ল রে শেষ ভাই,
দুষ্টুমিতে বেড়ালছানার
তুলনা তো নাই।

ছুটির মজা

রন্টু! তুমি বল না ভাই
ছুটির মজার দিনে,
দিনটি তুমি কেমন ক'রে
কাটাবে কোনখানে?

শোন! তবে বলছি শোন,
ছুটির মজা ভাই,
বাড়ির মাঝে খোঁজ নিও গো
দেখবে আমি নাই।

যাব আমি নৌকা বেয়ে
ঝিলের জলের মাঝে,
পদ্ম, শালুক, শাপলা নিয়ে
ফিরব ঘরে সাঁঝে।

বাবুই পাখির বাসাগুলি
আসব ঘরে নিয়ে,
বুবলু যখন চাইবে বাসা
না হয় দেবই দিয়ে।

মাঝে মাঝে বসব আমি
সবুজ মাঠের শেষে,
দেখব চেয়ে পাখিগুলো
কি বলছে আজ হেসে।

বনভোজনে মাতব মোরা
ভরবে উঠে প্রাণ,
হেসে, নেচে, আনন্দেতে
গাইব মজার গান।

দূর পাহাড়টা হাতছানিতে
ডাকছে তাহার কোলে,
ছুটির দিনের মজার নেশায়
যাই গো আমি চ'লে।

পুতুল-বিয়ে

রুমকি রানীর বিয়ে মাগো
কালকে রাঙ্গা সাঁঝে,
চাঁদমামাটি উঠবে যখন
নীল আকাশের মাঝে।

এতদিন তো ভাবনা ছিল
মেয়ে বড় হ'ল
ভাবনাতে যে ঘুম আসে না
তুমিই মা গো বল?

কষ্ট কি গো কম করেছি
মেয়ের বিয়ে দিতে,
ছেলের মা তো শুধুই জানে
পণের টাকা নিতে।

ছেলের মায়ের পণ বেশি না
আটটি পুঁতির মালা,
খাট, পালং আর মোটরগাড়ি
কাপড়, বাসন, থালা।

কি করব মা দিতেই হ'ল
হলাম এতেই রাজী
কন্যাদায়ের থেকে তো মা
মুক্ত হব আজি।

23.2.9
7887

ডাক্তারী সে পাস করেছে
পাত্র আমার ভালো,
এমন জামাই আনব দেখো
ঘর হবে যে আলো।

যাই মা এখন প'ড়ে আছে
কত যে কাজ বাকি
কেই বা আছে কাজের মানুষ
সবাই দেবে ফাঁকি।

আসল কথা বলি মা গো
বুঝবে তুমি ব্যথা,
পণের মালা হয় নি যোগাড়
হয় না রাখা কথা।

আলমারিতে তুলে রাখা
দার্জিলিঙের মালা,
বোঝই তো মা মেয়ের বিয়ে
কি সে বিষম জ্বালা।

পুরানো ঐ মালা দিয়ে
কিই বা আমার হবে
মালা দিলে মেয়ে আমার
বরং সুখে রবে।

হাসছো তুমি? দাও না চাবি
আমিই না হয় খুলি,
লক্ষ্মী মেয়ে! যেও মা গো
তুমি, বাবা ও বুলি।

যাবই চ'লে

মা গো! যাবই আমি চ'লে
দিচ্ছ গালি দিনরাত্তির
দস্যি ছেলে ব'লে।
দোষ কি আমার বল?
বকলে পরে সবারই হয়
চোখটা ছলোছলো।
বলছো তুমি ধুলোমাটি বাজে
আমি তো কই কই না কথা
তোমার কথা ও কাজে।

শোনো! কালকে সকালবেলা
বাচ্চাগুলি মোরগ সাথে
করছিল যে খেলা।
কিচির মিচির ক'রে
মুখটি গুঁজে মাটির মাঝে
ধুলোয় মাথা ভ'রে।
ওদের মা তো মানা করে নাকো
বলে না তো "নোংরা এসব
চুপটি ক'রে থাকো"।

বেশ! এসব না হয় রাখি
ঝগড়া হ'লে রুবির সাথে
দোষটা কেন ঢাকি।
বল তুমি—"ছোট্ট বোনের সনে
করতে হয় না ঝগড়াঝাটি
কারণ অকারণে"।
কাল দেখেছি শালিক বাচ্চাগুলো
ঝগড়া ক'রে একের মাথায়
দিচ্ছে অনেক ধুলো।

থাক! বলব না আর কথা
কাজের মানুষ তুমি মা গো
বুঝবে না মোর ব্যথা।
শালিকগুলো ঝগড়া যবে করে
ওদের মা তো বকে নাকো
কিচির মিচির ক'রে।
দুষ্টু মেয়ে তুমি—
ভাবছি ব'সে পরের জন্মে
শালিক হব আমি।

দুপুরে

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে থাকা
কি যে বিষম জ্বালা,
বুঝবে না মা! কারণ তোমার
নেই তো কোন খেলা।

একটা দিন তো পার তুমি
ঘুমটি শিকেয় তুলে
চ'লে যেতে মাঠের শেষে
হঠাৎ পথের ভুলে।

জান না তো কি যে মজা
ঘুরতে আপন মনে,
কতই কি যে দেখি শুনি
বনের কোণে কোণে।

দুপুরবেলা খুঁজতে মজা
পাখির ডিম ও ছানা
দেখবে তুমি ঝোপে ঝাড়ে
বাসার ধরন নানা।

নীল, বেগুনি ঝোপের মাঝে
পাতায় ঢাকা বাসা,
ফিঙে পাখির নীল রঙের ঐ
চারটি ডিমই খাসা।

সবুজ মাঠে দেখো তুমি
পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
গুবরে পোকা গঙ্গাফড়িং
কেমন ক'রে ডাকে।

বকগুলো মা এক পায়েতে
ব'সে পুকুর ধারে,
লক্ষ্য ক'র কেমন ক'রে
মাছটি ওরা ধরে।

এ ছাড়া মা আছে আরো
হালকা মেঘের খেলা,
নীল আকাশে লুকোচুরি
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।

কি হবে মা ঘুমিয়ে দুপুর
এই যে গড়াগড়ি,
তার চেয়ে মা খেলতে খেলা
বেরিয়ে মোরা পড়ি।

পবসমু-৫৭/৮-৫০৮৭এক-৫২৫০

सत्यमेव जयते